সমাজ সংস্কারের শিক্ষক স্বপন বাউলকে 'আদর্শ শিক্ষক' সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শিক্ষকরা সমাজের মেরুদণ্ড, শিক্ষক সমাজ গড়ার কারিগর, মানুষ গড়ার কারিগর। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে শিক্ষক দিবসে সম্মানিত করা হল। ২০২৫ বর্ষে সমাজ সংস্কারের শিক্ষক রূপে জাতীয় শিক্ষক দিবসে গোদা পূর্ব বর্ধমানের বেঙ্গল ফেথ হাসপাতাল এস.আই.এম.এস. সচেতনতার অনুষ্ঠানের ক্যাম্পে, আদর্শ শিক্ষক সম্মান দেওয়া হলো। উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবক, মানপত্র তুলে দেওয়া হলো রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন

দত্ত বাউলের হাতে। ডা. সৌমেন সিংহ রায় ও মিস্টার মিসাইল দত্ত সিনিয়ার কো অডিনেটর এস.আই.এম.এস. নার্স ও চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে এই সম্মান প্রদান করা হয় শিল্পিকে। প্রসঙ্গত, স্বপন বাউল নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার, কুপ্রথা দূরীকরণ, দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় একজন সমাজ সংস্কারের শিক্ষক রূপে প্রশংসিত। এছাড়া দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে উনি গৃহশিক্ষক, মধুমিতা বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষকতা করেছেন। পাশাপাশি বহুমূখী প্রতিভাবান শিল্পকলা যেমন ছবি আঁকা, হস্ত শিল্প, তবলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, যাদুকলা প্রভৃতি নিঃস্বার্থভাবে অসংখ্য গরিব, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় আলোকিত করে তুলেছেন। বেঙ্গল ফেথ-এর তরফে চিকিৎসক সৌমেন সিংহ রায় বলেন, 'সমাজ সংস্কারের শিক্ষক স্বপন দত্ত বাউলকে আদর্শ শিক্ষক সম্মানে সম্মানিত করতে পেরে আমারও গর্বিত ও আনন্দিত।'

সমাজ গড়ার অবদানের জন্য প্রধান শিক্ষককে সম্মান প্রদান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা দেশ জুড়ে ৫ সেপ্টেম্বর দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল শিক্ষক দিবস। হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে একই ছবি। এবছর আরামবাগ থানার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষকদের সম্মান জানানো হয়। শিক্ষক দিবসের বিশেষ মুহূর্তে দক্ষিণ রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অসিত চক্রবর্তীকে সম্মান জানালেন আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং। ফুলের তোড়া ও মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। জানা গেছে, বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে তৎকালীন সময়ে তাঁর অবদান ছিল অনন্য। তাঁর নেতৃত্বে স্কুলে নতুন ক্লাসরুম নির্মিত হয় এবং খেলার মাঠে গ্যালারি নির্মাণের কাজও তিনি নিজে তদারকি করে সম্পন্ন করেছিলেন। এই জন্য আরামবাগ থানার পক্ষ থেকে আইসি রাকেশ সিং ওনাকে সম্মান জানান। এই সম্মান গ্রহণ করে আপ্লুত ওই শিক্ষক। তিনি সমাজ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ করেছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎতের জন্য চেষ্টা করেছেন বলে জানান। সবমিলিয়ে ওই এলাকায় অসিতবাবু একজন গুণী শিক্ষক হিসাবে পরিচিত। এই রকম এক শিক্ষক থানার পক্ষ থেকে শিক্ষক দিবসে সম্মানিত করায় খুশি এলাকার মানুষ।

রাজ্যের 'শিক্ষা রত্ন' সম্মান পেলেন বাঁকুড়ার 'ছাত্র দরদি' শিক্ষক রক্তিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্য সরকারের তরফে চলতি বছরে 'শিক্ষা রত্ন' সম্মানে সম্মানিত হলেন ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলার অন্যতম প্রথম শারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ইংরাজি বিভাগের শিক্ষক রক্তিম মুখার্জী। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন। আদিবাড়ি বর্ধমানের গুসকরায় হলেও ঝাড়খণ্ডের মাইথনে জন্ম রক্তিম মুখার্জীর। বাবা ডিভিসি-র পাঞ্চেতের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ছোটো থেকেই অত্যন্ত মেধাবী রক্তিম মুখার্জী। মাইথনের আইসিএসসি-র ইংরাজিমাধ্যম ডি. নোবিলি থেকে পড়াশোনার পাঠ শেষ করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হন। আরও পরে বিশ্বভারতী বিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন তিনি। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে জেলা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই 'ছাত্র দরদি' হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা তৈরি হয় তাঁর। গ্রামের বাড়িতে বাবা-মা থাকলেও বর্তমানে কর্মসূত্রে শহরের প্রতাপবাগানের কোয়ার্টারে স্ত্রী ও দশম শ্রেণির পড়ুয়া একমাত্র সন্তানকে নিয়ে থাকছেন তিনি। 'শিক্ষারত্ন' সম্মানে সম্মানিত শিক্ষক রক্তিম মুখার্জী বলেন, 'আমি সত্যিই আপ্লুত। এই সম্মান প্রাপ্তির পর আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।' শিক্ষক রক্তিম মুখার্জীর স্ত্রী বর্ণালী মুখার্জী বলেন, 'আজ আমরা ভাষাহীন। উনি সবসময় ছাত্রদের প্রথম প্রাধ্যান্য দিয়ে এসেছেন। আর আজকের এই দিনটা সত্যিই আনন্দের। সব ছাত্রছাত্রীই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক সেটাই চাই।'

মেজাজ হারালেন সাংসদ খগেন মুর্মু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দলের পুরনো একটি গোলমালের ঘটনায় এলাকার একজন নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে থানায় ঢুকে রীতিমতো মেজাজ হারালেন উত্তর মালদার বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু। শুক্রবার বিকেলে চাঁচোল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই তাঁর দেখা না পেয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন বিজেপি সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, মূল অপরাধীদের আড়ালে রেখে অন্যায়ভাবে দলের স্থানীয় এলাকার এক নেতা-সহ পাঁচজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে চাঁচোল থানার পুলিশ। যারা আক্রান্ত হন, তাঁদেরকেই পরিকল্পনা করে চাঁচোল থানার আইসির মদতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর যারা হামলা চালায় তারাই প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ঘটনার পর এদিন আইসির সঙ্গে দেখা করতে আসলে তিনি দেখা করতে চান নি। বারবার ফোন করা হলেও, ফোন কেটে দেন আইসি। এরপরই থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে সাংসদ ধর্নায় বসে পড়েন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই চাঁচলের আশ্রমপাড়া এলাকায় বিজেপির দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক গোলমাল ও সংঘর্ষ বাঁধে। আর এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মাকে গ্রেপ্তার করে চাঁচল থানার পুলিশ। অথচ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ কোনওরকমই ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ বিজেপি সাংসদদের। আর এই ঘটনার পর কার্যত পুলিশের ভূমিকা নিয়েই এদিন বিজেপি সাংসদ রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যদিও এপ্রসঙ্গে চাঁচোল থানার পুলিশের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সাংবাদিকের ওপর হামলায় শাসককে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে বর্ধমানের সাংবাদিক শেখ ইমতেয়াজ শাসক দলের দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ করায় খোকন দাসের নির্দেশে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা তাঁর খাগড়াগড়ের বাড়িতে হামলা চালায়, ঘরবাড়ি, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। শুক্রবার সাংবাদিক নিগ্রহ প্রসঙ্গে গর্জে ওঠেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, 'পশ্চিমবঙ্গ এখন শাসকদলের দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য।' তাঁর দাবি, 'শাসকের বিরুদ্ধে সরব হলেই ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হামলা চলছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন ছোট ছোট ডিজিটাল, নিউজ পোর্টালের সাংবাদিকরা।' সম্প্রতি বর্ধমানের সাংবাদিক শেখ ইমতেয়াজ শাসকদলের দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ করায় খোকন দাসের নির্দেশে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা তাঁর খাগড়াগড়ের বাড়িতে হামলা চালায়, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে। ইমতেয়াজ ও তাঁর পরিবার বাড়িতে না-থাকায় রক্ষা পান, কিন্তু পরে ফিরে এলে তাঁদের ব্যাপক মারধর ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি খবর সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদেরও আক্রমণ করা হয়। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এই সন্ত্রাসের শিরোমণি বিধায়কের জেলেই থাকা উচিত ছিল। আমি ইমতেয়াজের পরিবারের পাশে আছি ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবো।'

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মেমারি ক্রিয়েশন ডান্স সেন্টারের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিক্রমা।

বর্ধমানে অস্ত্র-সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার পুলিশ অস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার তাকে কাটোয়া আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাটোয়ার কেশিয়া এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গুলি এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। ওই মামলার প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন জঙ্গল শেখ। ঘটনার পর থেকে সে পলাতক ছিল। সম্প্রতি তার ছেলে সাদ্দাম শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর সাদ্দামের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জঙ্গল শেখকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১১ দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়। জঙ্গল শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় বর্ধমানের বিজয়রাম এলাকার বাসিন্দা সুমন গাঙ্গুলীর নাম উঠে আসে। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে কাটোয়া থানার পুলিশ সুমন গাঙ্গুলীকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার সুমনকে কাটোয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তার ১২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এই গ্রেপ্তারের ফলে কাটোয়ায় ২০২৩ সালের অস্ত্র মামলায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন।

শিক্ষক দিবসে হতাশ শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শিক্ষক দিবস উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়ায় জনপ্রিয় খেলাধূলা ও শরীর চর্চার শিক্ষক অলোক দে-কে সম্মান জনায় ছাত্রছাত্রীরা। সারাদিন ভোরবেলা থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করেন তিনি। বর্তমানে কলকাতার একটি স্কুলের গেম টিচার এবং ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর ২৯ ইঞ্চি বোর্ড কোচ এবং শিক্ষক। ২০০৫ সালে ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল তাঁকে ডেকে নিয়ে বাংলা দলের কোচের দায়িত্ব দেয়। তিনি বহু ছাত্রছাত্রীকে ক্যারাম খেলায় তৈরি করেছেন। কেউ ন্যাশনালে অংশ নিয়ে বাংলার হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। কেউ রানার্স হয়েছেন। কেউ আবার দ্বিতীয়, চতুর্থ হয়েছেন। তবে অলোকবাবু জানান, 'ছাত্রছাত্রীরা ক্যারাম খেলায় নাম উজ্জ্বল করেছে বাংলার। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আগের দিনের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের খুব সম্মান করতো, পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার জানাত। কিন্তু এখন যুগ বদলেছে। আমি বলব আগামী প্রজন্মদের, শিক্ষকদের কথা মনোযোগ দিয়ে যাতে শোনে, শিক্ষকদের সম্মান করে। ধৈর্য রাখতে হবে, মনোযোগ আনতে হবে।'

কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: শুক্রবার দুপুরে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বরুন্দায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ডিউটি করার সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। এই ঘটনায় আরো এক পুলিশকর্মী গুরুতর জখম বলে জানা গিয়েছে। মৃতের নাম রামপদ মণ্ডল (৫৫)। জানা গিয়েছে, ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ডিউটি করছিলেন কনস্টেবল রামপদ মণ্ডল এবং এএসআই নিত্যানন্দ মালিক। গাড়িতে বসেছিলেন তাঁরা। পিছন থেকে একটি পিকআপ ভ্যান দ্রুত গতিতে এসে তাদের ধাক্কা মারে। ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করেছে বাগনান থানার পুলিশ। চালক পলাতক।

ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: আবারও খনি অঞ্চলে ইসিএল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাদারবুনি কোলিয়ারির খিলান ধাওড়া এলাকায়। মৃত খনি কর্মীর নাম কৈলাস চৌধুরী (৩৮)। তিনি মাদারবনি কোলিয়ারিতেই কর্মরত ছিলেন। খনি আবাসনেই স্ত্রী ও বছর বারোর কন্যা সন্তানের সঙ্গে থাকতেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দুঃখজনক ঘটনা সামনে আসে। নিজের আবাসনেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় কৈলাস চৌধুরীর মৃতদেহ। লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। মৃতের স্ত্রী জানান, শারীরিক সমস্যার জন্য তার ওষুধ চলছিল। কিছুদিন ধরে তিনি ওষুধ খাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

সংকটে মৃৎশিল্পীরা, চাইছেন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ

সুমন তালুকদার

বসিরহাট: সংকটে মৃৎশিল্পীরা। বেড়েছে কাঁচামালের দাম। এটেল মাটির অভাব বাড়ছে। প্রতিমা তৈরির মাটি কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্থিক আনুকূল্যে বেড়েছে দুর্গা পুজোর সংখ্যা। অথচ প্রতিমা তৈরির সঠিক দাম না পাওয়ায় ধুঁকছে মৃৎশিল্পীরা। মৃৎশিল্পীরা চাইছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের। শুরু হয়ে গিয়েছে শারদোৎসবের আবহ। উমার আগমনীর সুরও ক্রমশ ধ্বনিত হচ্ছে আপামর মানুষের মনে। কিছুটা হলেও বাদ সাজছে প্রকৃতি। আকাশে বাতাসে শারদোৎসবের সুরের সঙ্গে ব্যস্ততা বাড়েছে মৃৎশিল্পীদের। ব্যস্ততা বাড়লেও মুখে হাসি নেই বসিরহাটের মাটির প্রতিমা শিল্পীদের। প্রতিমা তৈরি করাই এবার তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে কঠিন। বসিরহাটের কুমারপাড়াগুলিতে ঘুরলে উঠে আসবে একাধিক কারণ। মৃৎশিল্পীরা জীবিকার টানে প্রতিমা গড়ার কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যেতে চাইছেন। প্রধান কারণ প্রতিমা তৈরির খরচ বৃদ্ধি, কাঁচামালের অভাব, কম মজুরি এবং শিল্পীর প্রতি সমাজের উদাসীনতা। এমনই সমস্যার ফলে নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই পেশায় আসছেন না। যা এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। জিনিসের দাম অনেকটা বেড়েছে। এক মাস আগে এক বান্ডিল সুতলি দঁড়ির দাম ছিল ২২০০ টাকা, তা এখন মিলছে ৩৩০০ টাকা। গত বছর নদী থেকে

মাটি আনতে খরচ পড়তো ১২ হাজার টাকা, এ বার লাগছে প্রায় ১৮ হাজার টাকা। বসিরহাটের মূর্তি-শিল্পীরা সচরাচর ইছামতির চর থেকে মাটি আনতেন। সেখানেও তৈরি হয়েছে জটিলতা। ফলে তারা বাঁধা পাচ্ছেন। বাঁধার কারণে তাঁরা সহজে মাটি আনতে পারছেন না। নদী থেকে মাটি তোলার বৈধ নথিপত্র না থাকায় এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। বাধ্য হয়ে তাঁরা নদীর পাড়ের বিভিন্ন বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চড়া দামে মাটি নিয়ে আসেন। অথচ যারা মূর্তি তৈরির বরাত দিতে আসছেন, তাঁরা বেশি দাম দিতে নারাজ। বসিরহাটের প্রবীণ মৃৎশিল্পী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'পুজো উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাবগুলির আর্থিক অনুদানের মাত্রা বাড়িয়েছেন। ফলে পুজোর সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে প্রতিমা তৈরির বরাত। কিন্তু প্রতিমা তৈরির মাটিই অভাব ও অতিরিক্ত দামের কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান আমাদের বিষয়টা নিয়ে যদি চিন্তা করেন তবে আমাদের খুব সুবিধা হতো। অন্যান্য বছর যেখানে আমরা ২০ থেকে ২৫ টা করে দুর্গা প্রতিমা গড়ার অর্ডার নিতাম। মাটির কারণে তা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১০ থেকে ১৫ টায়।' শুধুমাত্র মাটি নয় এক কাহন খড়ের দাম ছিল ৯০০ টাকা, বেড়ে হয়েছে ১৭০০ টাকা। অপর এক মৃৎশিল্পী বলেন, 'কর্মী পাওয়াই এখন দুষ্কর হয়ে গিয়েছে। আগে এক মরসুম কাজ করলে তাঁরা ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পেতেন। এত কম টাকায় তাঁদের সংসার চলে না। তাই তারা ভিন রাজ্যে অন্য কাজে চলে যাচ্ছে।' পরিস্থিতি সামাল দিতে এখানকার শিল্পীরা এবার দুর্গার চেয়ে বিশ্বকর্মার মূর্তি তৈরির দিকে ঝুঁকেছেন। দুর্গার বহর বড় হওয়ায় তাঁকে রাখাও সমস্যা। সেই পর্যাপ্ত জায়গা নেই। প্রবীণ মৃৎশিল্পীরা বলছেন, 'অবস্থা এমন হয়েছে যে, নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতেই চাইছে না। মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের জন্যও সহায়তার হাত বাড়াতেন তবে খুব ভালো হতো।' বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডা. সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিগত ১০ বছরে বাংলা জুড়ে ৩৩ শতাংশ পুজো বেড়েছে। শুধুমাত্র বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় নতুন ৩৫টি পুজো হচ্ছে। আগে সারা বাংলা জুড়ে পুজোর বাজেট হতো ৩০ হাজার কোটি টাকা। তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ পুজো কেন্দ্রীক বাংলার যে অর্থনীতি তা অনেকটাই চাঙ্গা হয়েছে। এতো বিপুল পরিমাণে পুজো বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই মৃৎশিল্পীরাও তার থেকে বঞ্চিত হবেন না। তারাও আরও বেশি প্রতিমা তৈরি করার অর্ডার পাচ্ছেন। শুধু পরিকাঠামোগত কিছু পরিবর্তন করকেই সমস্যার মূল উপড়ে ফেলা যাবে।' নদীর মাটির বিষয় নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক সংশ্লিষ্ট দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লি.
রেজি. অফিস : ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২
কর্পো অফিস : ৩২৪এ, ৪র্থ তল, আগরওয়াল প্লাজা, সেক্টর-১৪, রোহিণী, দিল্লি-১১০০৮৫
CIN :L65925WB1983PLC035697, ওয়েবসাইট : www.sunitabonds.com
ইমেল : sbhlplc@gmail.com যোগাযোগ নং : +৯১-৯৩১৯১২৫১১৮

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বই বন্ধের তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার দুপুর ২টায় (আইএসটি), ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২ ('দি মিটিং') অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সাধারণ ও বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করা হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সাধারণ সার্কুলার এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে।
উপরোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালা অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন (''বার্ষিক প্রতিবেদন'') এবং বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত। ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের বাস্তব কপি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করবেন।
অধিকন্তু, সেবি তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েব-লিঙ্ক এবং কিআর কোড প্রদানকারী একটি চিঠি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা তাদের নিজ নিজ ডিপি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') অর্থাৎ **মেসার্স স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের** কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।
কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (''ই-ভোটিং'') সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন (''রিমোট ই-ভোটিং'')। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (সিডিএসএল) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে
ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত যোগাযোগ, সভা আহ্বানের নোটিশের একটি অনুলিপি সহ, সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ই-ভোটিং এর জন্য যোগাযোগের আনুষ্ঠানিকতা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sunitabonds.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট এ-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
যে ব্যক্তি, যার নাম সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে নির্ধারিত তারিখে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রদর্শিত হবে, তিনিই কেবল সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং/ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
সভার নোটিশ প্রেরণের পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী যে কোনও ব্যক্তি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার নোটিশেও দেওয়া আছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যদি সদস্যরা ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এ ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন : যেসব সদস্য এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে এবং ভৌত আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (''আরটিএ'') এর সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বই বন্ধ : আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে, ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধক এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুপ কুমার পান্ডে
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

হিন্দ ইলেক্ট্রিক্যালস অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং : U31909WB1958PLC023885
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫ ক্লাইভ রো, ৪র্থতল, রুম নং ৭৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
ইমেল ঠিকানা : agarwalvarun999@Gmail.Com

পোস্টাল ব্যালট ফলাফল

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১১০ তৎসহ পঠিত ২১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ অধীনে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকা বিমুক্তকরণের পোস্টাল ব্যালট (ভৌত আকারে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে) শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদন ২০২১ সালের সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অব ইকুইটি শেয